করোনা: অভিনেত্রী মিমিকে দেশে না ফেরার পরামর্শ

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই লন্ডন গেলেন কলকাতার অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য মিমি চক্রবর্তী। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখে মাস্ক পরে একটি ছবি পোস্ট করে নিজেই লন্ডনে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

তবে করোনাভাইরাসের কারণে লন্ডন থেকে দেশে না ফেরার পরামর্শ দিয়েছেন ভক্তরা।

মিমি লিখেছেন, ‘কিছু কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই লন্ডন যেতেই হচ্ছে। তার জন্য যতরকম সাবধনতা অবলম্বন করতে হয় করব।’

এদিকে মিমির মাস্ক পরা ছবি পোস্টের নিজে কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে।

কেউ লিখেছেন, ‘আপনি মাস্ক পেয়েছেন, আমরা পাইনি।’ কেউ আবার লিখেছেন, ‘দয়া করে আর দেশে ফিরবেন না।’

কেউ আবার মিমিকে সতর্ক করে লিখেছেন, ‘লন্ডন এক্কেবারেই নিরাপদ নয়, আপনার এই যাত্রা বাতিল করুন।’

সুত্র-যুগান্তর

ওরা করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর: আসিফ আকবর

এক গীতিকারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবর। তাকে করোনা ভাইরাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে মন্তব্য করেছেন জনপ্রিয় এই শিল্পী। মামলার স্বার্থে ওই গীতিকারের নাম আপাতত প্রকাশ করতে রাজি নন আসিফ। ওই গীতিকার প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী আইয়ুব বাচ্চুর সঙ্গেও প্রতারণা করেছেন বলে অভিযোগ তার।

৯ মার্চ নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে স্ট্যাটাস দিয়ে এই অভিযোগ করেন আসিফ। ওই স্ট্যাটাসে করোনা ভাইরাস ও ঢাকার পরিবেশ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন জনপ্রিয় এই শিল্পী। সেই স্ট্যাটাসের চুম্বক অংশ যুগান্তর পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হল-

আসিফ লিখেছেন– ‘কাজ তো থেমে নেই। হালকা অসুস্থ শরীরটা নিয়ে গেলাম কপিরাইট অফিসে। এখন নতুন গান করার চেয়ে পুরনো গান নিয়েই যুদ্ধ চলছে বেশি। এক আশ্রিত বেইমান গীতিকারের কারণে যেতে হলো আজ। গিয়ে দেখি অসভ্যটা অঙ্গীকারনামায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তার লেখা গানের কপিরাইট চেয়েছে। ব্যাপারটা ধরে ফেলেছি, খুব দ্রুত বিস্তারিত ঘটনা জাতির সামনে চলে আসবে। আপাতত মামলার স্বার্থে ডিসক্লোজ করছি না, চোরটা মরহুম আইয়ুব বাচ্চু ভাইকেও ছাড়েনি। এই দল যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তাদের মোনাফেকি ধরা পড়বেই। শাস্তিও পেতে হবে। এই গীতিকারেরও করোনা হবে না। কারণ এরা ইন্ডান্ট্রি ও সমাজের পচা গনোরিয়া রোগী। আস্তিনের সাপগুলো সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে ছড়িয়ে পড়েছে তেলবাজির মাধ্যমে। ওরা করোনার চেয়েও ভয়ঙ্কর। সুতরাং আসুন করোনা জুজু থেকে বের হয়ে রাস্তাঘাটে সাবধানে চলি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকি, যেখানে-সেখানে থুতু না ফেলি…।’

সুত্র-যুগান্তর

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই জেব্রা আর কুমিরের মাংস খেলেন সৃজিত!

প্রাণঘাতী করোনা আতঙ্কের মধ্যেই আফ্রিকায় গিয়ে জেব্রা আর কুমিরের মাংস খেলেন কলকাতার পরিচালক সৃজিত মুখার্জি।

জানা গেছে, ‘কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ছবির শুটিংয়ের জন্য বর্তমানে পুরো ইউনিট নিয়ে আফ্রিকা অবস্থান করছেন সৃজিত।

সেখানে কাজের ফাঁকে ‘কার্নিভোর দ্য রেস্টুরেন্ট’ নামে এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে গ্রিল করা কুমিরের মাংস, জেব্রার স্টেক খেয়েছেন

এই পরিচালক।

বিষয়টি সৃজিত নিজেই সামাজিকমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে জানিয়েছেন।

শূকরের ঠ্যাংও অবশ্য সেখানকার মেনুতে রয়েছে। তবে সৃজিত সেই পদ চেখে দেখেছেন কিনা, তা জানা নেই।

করোনা আতঙ্কের মধ্যে সৃজিতের এ ধরনের খাবার গ্রহণে অবাক হয়েছেন অনেকেই। সতর্ক বাণীও দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ার কমেন্ট বক্সে। কারণ বিশ্বজুড়ে করোনা ত্রাসে কাঁপছে সবাই। ভারতে মুরগির মাংস থেকে দূরে পালাচ্ছেন অনেকে। আর সেই সময় তিনি জেব্রা আর কুমিরে মাংস খেলেন!

প্রসঙ্গত ‘কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ছবির পুরোদমে চলছে শুটিং। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা ‘জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল’ গল্প অবলম্বনে তৈরি হচ্ছে ছবিটি। কেনিয়ার জঙ্গলেই হবে সিংহভাগ ছবির শুটিং।

সূত্র: জিনিউজ

জয়ার মতো দেখতে কে এই নারী? ছবি ভাইরাল

বাংলাদেশ ও কলকাতা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন অভিনেত্রী জয়া আহসান। রূপালি পর্দার ন্যায় সোশ্যাল মিডিয়াতেও বেশ সক্রিয় তিনি।

ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের নিজের খোঁজখবর দিয়ে থাকেন জয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের ছবি প্রকাশ করেন।

আর তার সেসব ছবি নিয়ে হইচই পড়ে যায় ভক্তদের মাঝে। এবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তার এমনই একটি ছবি বেশ সাড়া ফেলেছে।

সম্প্রতি জয়া আহসান তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে একটি ফটোশুটের

ছবি শেয়ার করেন, যা দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছেন নেটিজেনরা।

ছবিতে দেখা গেছে, জয়ার পাশে বসে রয়েছেন আরেক জয়া। অর্থাৎ হুবহু তার মতোই দেখতে ওই নারী। অনেকেই ছবিটিকে এডিট বা ক্যামেরার কারসাজি বলে এড়িয়ে যেতে বলেছেন।

তবে বেশিরভাগই বলছেন– এত নিখুঁত এডিট কি সম্ভব? তারা জানতে চাইছেন, একদম জয়ার মতোই দেখতে কে এই নারী?

জানা গেছে, ইনি আর কেউ নন, তিনি জয়ার বড় বোন। তার নাম কান্তা করিম। দুই বোনের মুখের এতটাই মিল– যে কেউ দেখে থমকে যাবেন। যমজ ভাববেন।

কান্তা করিম পেশায় অভিনেত্রী নন বলেই তাকে মিডিয়ায় দেখা যায়নি। তবে অভিনয়ে তার আগ্রহ রয়েছে বলে জানা গেছে। এমন খবরে দুই বোনকে একসঙ্গে পর্দায় দেখতে চাচ্ছেন ভক্তরা।

প্রসঙ্গত বাংলাদেশের পাশাপাশি কলকাতায় সুখ্যাতি রয়েছে জয়া আহসানের। কলকাতায় সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অরিন্দম শীল থেকে শুরু করে অতনু ঘোষ, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

আবির চট্টোপাধ্যায় থেকে প্রসেনজিতের মতো বড়মাপের অভিনেতার বিপরীতেও অভিনয় করেছেন এই লাস্যময়ী বাংলাদেশি তারকা

সুত্র-যুগান্তর

প্রথম বিয়ে গোপন রেখেই শাবনূরের সঙ্গে ঘর বাঁধেন অনিক

শাবনূরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীন তার স্বামী অনিক মাহমুদ দ্বিতীয় বিয়ে করেন। প্রায় চার বছর আগেই তিনি এ বিয়ে করেন। স্ত্রীর নাম আয়েশা।

এ বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চাননি আয়েশা। তার কাছে বিষয়টি জানতে চেয়ে ফোন করা হলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে ফোন কেটে দেন। তবে এ বিয়ের বিষয়ে অনিকের সেই আত্মীয়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রথমে বিষয়টি অস্বীকার করেন।

পরবর্তীতে আবারও জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘অনিক কী করেছে সেটা ও নিজেই বলবে। এখানে আমার কিছু বলার নেই।’

অবশেষে ভেঙে গেল এক সময়ের জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শাবনূরের (শারমীন নাহিদ নূপুর) সংসার। গত কয়েক বছর ধরেই অবশ্য গুঞ্জন ছিল, স্বামী অনিকের সঙ্গে থাকছেন না তিনি।

অনেকে বলেছেন, সংসার ভেঙে গেছে। তবে সেসব গুঞ্জন বরাবরই অস্বীকার করে এসেছেন এ নায়িকা। এবার সেসব গুঞ্জন নিজেই সত্যি প্রমাণ করলেন শাবনূর।

বনিবনা না হওয়ায় স্বামী অনিক মাহমুদ হৃদয়কে তালাক দিয়েছেন তিনি। ২৬ জানুয়ারি এ নায়িকার স্বাক্ষর করা একটি তালাক নোটিশ অ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে স্বামীর ঠিকানায়।

তালাক নোটিশের অনুলিপি অনিকের এলাকার আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং কাজী অফিস বরাবরও পাঠানো হয়েছে। নোটিশে সাক্ষী হিসেবে নুরুল ইসলাম ও শামীম আহম্মদ নামে দুজনের নাম উল্লেখ রয়েছে।

এদিকে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছেন শাবনূর। তালাক নোটিশের বিষয়ে জানতে চাইলে মুঠোফোনে তিনি যুগান্তরকে বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি বাধ্য হয়েই তালাক নোটিশ পাঠিয়েছি। আসলে আমার কিছু করার নেই। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আইজান (শাবনূরের সন্তান) জন্মের

পর থেকেই আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় ছয়টা বছর নীরবে তার অত্যাচার সহ্য করেছি।

তিনি বলেন, চেয়েছি সংসারটা আগলে রাখব। কিন্তু পারিনি। আইজান পৃথিবীতে আসার পরপরই বদলে যেতে থাকে অনিক। স্বামী হিসেবে তার দায়িত্বহীনতা ও সংসারের প্রতি উদাসীনতা আমাকে হতাশ করে তোলে। তার মধ্যে নানা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। একেবারেই বদলে গেছে সে।

কিন্তু আপনি কী স্বামীকে শোধরানোর চেষ্টা করেননি কিংবা সংসার টিকিয়ে রাখতে কোনো উদ্যোগ নেননি? এমন প্রশ্নের উত্তরে শাবনূর বলেন, অবশ্যই চেষ্টা করেছি। অভিমান করে তার থেকে দূরেও গেছি। ভাবলাম হয়তো মায়ার কারণে হলেও আমাদের কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু না, আমার সেসব ভাবনা ভুল ছিল।

তিনি জানান, অনেক আগে থেকেই আমরা আলাদা থাকছি। দফায় দফায় বিষয়টি মিটমাট করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। বাধ্য হয়েই ২৬ জানুয়ারি অনিককে ডিভোর্স নোটিশ পাঠিয়েছি।

কিন্তু আপনি তো আগে বরাবরই বলে এসেছেন আপনার সংসারে কোনো অশান্তি নেই, সুখেই আছেন আপনারা। তাহলে এতদিন পর এসে এখন কেন এসব অভিযোগ করছেন? জানতে চাইলে শাবনূর বলেন, ‘স্ত্রী হিসেবে এতদিন আমি তার সম্মান রক্ষা করতে চেয়েছি। পাশাপাশি আমারও সম্মান আছে। চেষ্টা করেছি তাকে বোঝাতে। তাই বাধ্য হয়ে কিছুটা মিথ্যা বলেছি। শেষ পর্যন্ত আর পারছি না বলেই তালাকের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর যেটাকে অভিযোগ বলেছেন সেটা আমি গণমাধ্যমে করিনি। আমার প্রতি যেসব অন্যায় করা হয়েছে সেটা তালাক নোটিশে উল্লেখ করেছি।’

এদিকে শাবনূরের এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও তালাক নোটিশ পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেই বান্ধবী যুগান্তরকে বলেন, অনিকের সঙ্গে ঝামেলার বিষয়টি আমি শুনেছি। শাবনূর চেষ্টা করেছে সংসার টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু অনিকের পক্ষ থেকে সে রকম কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

‘মূলত শাবনূরের ঘরে সন্তান জন্মের পর থেকেই অনিকের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় তার। এ সন্তান জন্মের বছরখানেক পর থেকেই তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ শুরু হয়। একপর্যায়ে তারা আলাদা থাকতে শুরু করেন। এরই মধ্যে শাবনূরকে না জানিয়ে গোপনে আরেকটি বিয়েও করেছেন অনিক।’

তালাকের নোটিশ ও হলফনামা প্রস্তুতকারী অ্যাডভোকেট কাওসার

আহমেদও বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, গত ২৬ জানুয়ারি অনিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করেছেন শাবনূর। ৪ ফেব্রুয়ারি অনিকের উত্তরা এবং গাজীপুরের বাসার ঠিকানায় সেই নোটিশ পাঠানো হয়। ‘উত্তরার নোটিশটি কেউ রিসিভ না করার ফেরত আসে। তবে গাজীপুরের ঠিকানায় পাঠানো নোটিশ এখনও ফেরত আসেনি। তাই আমরা ধরে নিচ্ছি বিবাদী সেটি পেয়েছেন এবং গ্রহণ করেছেন। আইনগতভাবে ৯০ দিন পর তাদের এ তালাক কার্যকর হবে।’

ঠিক কী কারণে এতদিন অস্বীকার করার পরও শেষতক স্বামীকে তালাক দিয়েছেন শাবনূর সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত নোটিশে উল্লেখ করে লিখেছেন, ‘আমার স্বামী অনিক মাহমুদ হৃদয় সন্তান এবং আমার যথাযথ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে না। সে মাদকাসক্ত। অনেকবার মধ্যরাতে মদ্যপ অবস্থায় বাসায় এসে আমার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালিয়েছে। আমাদের ছেলের জন্মের পর থেকে সে আমার কাছ থেকে দূরে থাকছে এবং অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে আলাদা বসবাস করছে। একজন মুসলিম স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী যে ব্যবহার করে অনিক সেটা করছে না, উল্টো নানাভাবে আমাকে নির্যাতন করে।

‘এসব কারণে আমার জীবনে অশান্তি নেমে এসেছে। চেষ্টা করেও এসব থেকে তাকে ফেরাতে পারিনি। বরং আমার সন্তান এবং আমার ওপর নির্যাতন আরও বাড়তে থাকে। উপরোক্ত কারণগুলোর জন্যই তার সঙ্গে আমার আর বসবাস করা সম্ভব নয় এবং আমি কখনও সুখী হতে পারব না। তাই নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং সুন্দর জীবনের জন্য তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। মুসলিম আইন এবং শরিয়ত মোতাবেক আমি তাকে তালাক দিতে চাই। আজ থেকে সে আমার বৈধ স্বামী নয়, আমিও তার বৈধ স্ত্রী নই।’

এদিকে তালাক নোটিশের বিষয়ে শাবনূরের স্বামী অনিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি নিয়ে কোনো কথা বলতে রজি হননি এবং পরবর্তীতে আর ফোন ধরেননি।

তবে তার খুব কাছের এক আত্মীয় (মামা) জানিয়েছেন, তারা এ ধরনের কোনো নোটিশ পাননি। তিনি বলেন, ‘গণমাধ্যমে আমরা তালাকের বিষয়ে যেসব কারণ জানতে পেরেছি অর্থাৎ শাবনূর যেসব অভিযোগ করেছেন তার সবটা সঠিক নয়।’

তাহলে অনিক কেন এসব নিয়ে কথা বলছেন না, জানতে চাইলে সেই আত্মীয় বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে সে খুব বিব্রত। এমনিতেই ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে সে মিডিয়ায় কথা বলতে অপারগ। তারপরও সময় হলে বিস্তারিত জানাবে।’

প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৬ ডিসেম্বর অনিক মাহমুদ হৃদয় নামের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আংটি বদল করেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা শাবনূর। এরপর ২০১২ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারা বিয়ে করেন।

সেই সংসারে ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর আইজান নিহান নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এ সন্তানকে নিয়ে বছরের বেশিরভাগ সময় অস্ট্রেলিয়ায় কাটান এ চিত্রনায়িকা। দেশটির নাগরিকত্বও পেয়েছেন বলে তার ঘনিষ্ঠরা জানিয়েছেন।

সুত্র-যুগান্তর

ভেঙে গেল সংসার, স্বামীকে ডিভোর্স দিলেন শাবনূর

নিহতের ২৪ বছর পর ঢাকাই ছবির প্রয়াত চিত্রনায়কসালমান শাহের (ইমন) ‘অপমৃত্যু’র জট খুলেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।

শাবনূরের সঙ্গে সালমানের ঘনিষ্ঠতা ছিল; যা স্ত্রী সামিরা মেনে নেয়নি। তাই সালমান আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে সেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এমন প্রতিবেদন নিয়ে যখন চিত্রমহল তোলপাড় তখনই জানা গেল, স্বামী অনিক মাহমুদ হৃদয়কে তালাক দিয়েছেন শাবনূর।

গত ২৬ জানুয়ারি অস্ট্রেলীয় প্রবাসী অনিককে তালাক দিয়েছেন শাবনূর। শাবনূরের সই করা নোটিশটি অ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদের মাধ্যমে অনিককে পাঠিয়েছেন তিনি।

নোটিশে তালাকের কারণ হিসেবে ‘বনিবনা না হওয়া- মতের অমিল থাকা’ কে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়াও অনিককে মদ্যপ, মাদকাসক্ত ও শারীরিক ও মানসিকভাবে স্ত্রী নির্যাতনকারী বলেছেন শাবনূর।

জানা গেছে, নোটিশের অনুলিপি অনিকের এলাকার আইন ও সালিশ কেন্দ্রের চেয়ারম্যান এবং কাজী অফিস বরাবরও পাঠানো হয়েছে।

ডিভোর্স নোটিশ বিষয়ে এখন পর্যন্ত শাবনূর ও অনিক কিংবা দুজনের পরিবারের কোনো সদস্য থেকে বক্তব্য না পাওয়া গেলেও বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন তালাকের নোটিশ এবং হলফনামা প্রস্তুতকারী অ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ।

এক গণমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, ‘গত ২৬ জানুয়ারি অনিককে ডিভোর্স দিয়েছেন শারমীন নাহিদ নূপুর ওরফে শাবনূর। গত ৪ ফেব্রুয়ারি অনিকের উত্তরা এবং গাজীপুরের বাসার ঠিকানায় সেই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। উত্তরার নোটিশটি ফেরত এসেছে।তবে গাজীপুরের বাসায় পাঠানো নোটিশ এখনো ফেরত আসেনি। সে হিসেবে নোটিশটি অনিক বা তার পরিবারের কেউ গ্রহণ করেছে বোঝা যাচ্ছে। এবার আইনগতভাবে নোটিশ গ্রহণের ৯০ দিন পর তাদের ডিভোর্স কার্যকরা হবে।’

প্রসঙ্গত ২০১২ সালের ২৮ ডিসেম্বর অস্ট্রেলীয় প্রবাসী অনিক মাহমুদ হৃদয়কে বিয়ে করেন শাবনূর। ২০১৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর এ দম্পতির আইজান নিহান নামে এক ছেলে হয়। ছেলেকে এখন অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন শাবনূর।

সুত্র-যুগান্তর

সালমান হৃদয়ে ছিলেন, থাকবেন: মৌসুমী

১৯৯৩ সালে ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবি দিয়ে ঢাকাই সিনেমায় হাতেখড়ি হয় সালমান শাহর। স্মার্টনেস-গ্লামার ও পারসোনালিটির কারণে রাতারাতি তরুণ প্রজন্মের আইকনে পরিণত হয়ে ওঠেন এ নায়ক। মাত্র সাড়ে তিন বছরের ক্যারিয়ারে ২৭টি ছবি করেন। যার অধিকাংশই সুপারহিট।

মৌসুমীর সঙ্গে জুটি বেঁধে চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখলেও সালমানের বেশিরভাগ ছবির নায়িকা শাবনূর। এই জুটি তখন এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, যে কোনো ছবি মুক্তি পেলেই দর্শক প্রেক্ষাগৃহে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। একপর্যায়ে শাবনূরের সঙ্গে বিবাহিত সালমানের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। এর পর স্ত্রী সামিরার সঙ্গে কলহ দেখা দেয় সালমানের।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমানের মৃত্যু হয়। সেই থেকে তার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। হত্যা নাকি আত্মহত্যা? প্রায় দুই যুগ পর তদন্তকারী সংস্থা পিবিআই জানাল, সালমানকে হত্যা করা হয়নি, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। এই প্রতিবেদন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সালমানের সাবেক স্ত্রী সামিরা এই প্রতিবেদন মেনে নিয়েছেন। এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করেছেন তার মা নীলা চৌধুরী। চিত্রনায়িকা শাবনূর অভিযোগ করেছেন, তাকে অহেতুক এ ঘটনায় ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র চলছে।

এ বিষয়ে প্রথমবারের মত কথা বলেছেন চিত্রমৌসুমী। এ নায়িকার সঙ্গে কেয়ামত থেকে কেয়ামত ছবি করার মধ্য দিয়েই চলচ্চিত্রে সালমানের ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল।

চিত্রনায়িকা মৌসুমী অবশ্য পিবিআইয়ের তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, এসব নিয়ে কথা বলে আর লাভ নেই। আমরা তো আর সালমানকে ফিরে পাব না। পিবিআইয়ের তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে আমি কোনো কথা বলতে চাই না। শুধু বলব– সালমান আমাদের হৃদয়ে ছিলেন এবং থাকবেন। আমরা সালমানকে এত দ্রুত হারাতে চাইনি। সে আমার ভালো বন্ধু ছিল। তার অকালে চলে যাওয়া কিছুতেই

মেনে নিতে পারছি না। এতদিন পর এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কি কোনো ফল আসবে?

মৌসুমী বলেন, পিবিআইয়ের প্রতিবেদনে আরেকজন অভিনয়শিল্পীকে নিয়েও অনেক কথা বলা হচ্ছে, সেটি নিয়েও কিছু বলতে চাই না।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের ২০ ডিসেম্বর সালমান শাহর সঙ্গে সামিরা হকের বিয়ে হয়। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ইস্কাটন রোডে নিজের বাসা থেকে সালমান শাহর লাশ উদ্ধার করা হয়।

পিবিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সালমান শাহকে হত্যা করা হয়নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তার আত্মহত্যার পেছনে ৫টি কারণ খুঁজে পেয়েছে পিবিআই। সেগুলো হচ্ছে-

১. সালমান শাহ ও চিত্রনায়িকা শাবনূরের অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতা;

২. স্ত্রী সামিরার সঙ্গে সালমানের দাম্পত্য কলহ;

৩. সালমান শাহর মাত্রাতিরিক্ত আবেগপ্রবণতা এবং একাধিকবার আত্মঘাতী হওয়া বা আত্মহত্যার চেষ্টা করা;

৪. মায়ের প্রতি অসীম ভালোবাসা এবং জটিল সম্পর্কের বেড়াজালে পড়ে পুঞ্জিভূত অভিমানে রূপ নেয়া;

৫. সন্তান না হওয়ায় দাম্পত্য জীবনের অপূর্ণতা।

প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন তুলে ধরে পিবিআইপ্রধান বনজ কুমার মজুমদার বলেন, পিবিআই কর্তৃক তদন্তকালে ঘটনার সময় উপস্থিত ও ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ৪৪ সাক্ষীর জবানবন্দি ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়। ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্য ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়। পাশাপাশি ঘটনা সংশ্লিষ্ট আলামত জব্দ করা হয়। এসব বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে, চিত্রনায়ক সালমান শাহ পারিবারিক কলহের জেরে আত্মহত্যা করেছেন। হত্যার অভিযোগের কোনো প্রমাণ মেলেনি।

টিকটকে মাত্র একজনকে ফলো করেন কাজল, কে তিনি?

টিকটকে যখন বিভোর ভারতীয়রা, তখনও এ নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কাজলের।

তবে সম্প্রতি টিকটকে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন তিনি। আর অ্যাকাউন্ট খোলার কয়েক দিন পার হতে না হতেই ৩১ লাখ ফলোয়ার পেয়ে গেছেন।

রাতারাতি লাখ লাখ ফলোয়ার পাবেন কাজল, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে টিকটকে কাজল কাকে ফলো করেন সেটিই আলোচনার বিষয়।

দেখা গেছে, নিজের ৩১ লাখ ফলোয়ার থাকলেও টিকটকে মাত্র একজন ব্যক্তিকে ফলো করেন কাজল।

কে তিনি? চোখ বন্ধ করলেই অজয় দেবগনের মুখ ভেসে উঠলেও বাস্তবে তিনি নয়। তবে কি শাহরুখ খান? না তিনিও নন।

না, কাজল টিকটকে ফলো করেন বাঙালি অভিনেতা ঋদ্ধি সেনকে। ঋদ্ধি ছাড়া আর কাউকেই এখন পর্যন্ত ফলো করছেন না কাজল।

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, কাজলকে ফলো করেন না ঋদ্ধি।

সম্পর্কে কাজলের ছেলে হন ঋদ্ধি সেন। তবে তা রূপালি পর্দায়। প্রদীপ সরকার পরিচালিত অজয় দেবগন প্রযোজনা সংস্থার ছবি ‘হেলিকপ্টর ইলা’তে কাজলের সঙ্গে অভিনয় করেছেন ঋদ্ধি।

ছবিতে কাজলের ছেলের ভূমিকায় ছিলেন ঋদ্ধি। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ২০১৮-এর অক্টোবর মাসে। ব্লকবাস্টারে তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি সিনেমাটি।

সুত্র-যুগান্তর

# [redacted]

[redacted]

[redacted]

[

পিবিআই: যারা সুরতহাল প্রতিবেদন করেছেন, তারা বলেছেন– মৃত্যুর সময় সকাল ৭টা থেকে ১০টা।

নীলা চৌধুরী: সব সাজানো নাটক। মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট মিথ্যা, সেখানে কোনো দাগটাগের কথা ছিল না।

পিবিআই: সুরতহাল প্রতিবেদনে নীলা চৌধুরীর স্বামী, তার ছেলে ও বাদল খন্দকার স্বাক্ষর করেছিলেন।

নীলা চৌধুরী: হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল কীভাবে বুঝল সালমান আত্মহত্যা করেছে?

পিবিআই: চিকিৎসকরা বলেছেন– পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই তারা নিশ্চিত হয়েছেন। যেহেতু পুলিশ কেস, সুতরাং ঢাকা মেডিকেলে যেতে হবে এখানে লাশ রাখার কোনো সুযোগ নেই।

নীলা চৌধুরী: পোস্টমর্টেমের আগে ইসিজি করতে হয়, সেটি করা হয়নি, ডেথ সার্টিফিকেট নিতে হয়, সেটিও নেয়া হয়নি কেন?

পিবিআই: এ বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল বলেছে– ইসিজি করা ছাড়া ডেথ ডিক্লেয়ার করার সুযোগ নেই। এটি একটি রেগুলার প্রসেস, এটি পোস্টমর্টেমে থাকে না। সালমান শাহর ব্যাপারে দফায় দফায় এটি করা হয়েছে। পিবিআই ডেথ সার্টিফিকেটটি সংগ্রহ করেছে।

নীলা চৌধুরী: ময়নাতদন্তকারী ডোম রমেশের বরাত দিয়ে বলছেন, রমেশ যখন বলে– সালমান ভাই আত্মহত্যা করেনি, তখন ডাক্তাররা তাকে বলছে¬ চুপ কর, কাজ শেষ কর।

পিবিআই: রমেশ ১৬৪ ধারায় করা জবানবন্দিতে জানিয়েছেন, তিনি এসব বলেননি।

নীলা চৌধুরী: পোস্টমর্টেম হলো মিথ্যা, পোস্টমর্টেম হলে বুক কাটা থাকে, মাথা কাটা থাকে। কাটার দাগ নেই কোনো?

পিবিআই: ডাক্তার তেজেন্দ্র বলেছেন– যেহেতু তিনি সেলিব্রেটি, দেশসেরা নায়ক বিভিন্ন জায়গায় জানাজা হবে, অনেকেই দেখতে আসবে; এ জন্য তিনি কসমেটিক সার্জারি করেছেন। যে কারণে দাগটি বোঝার কোনো কারণ নেই।

নীলা চৌধুরী: সালমানের চিঠিটা কোত্থেকে এলো (মৃত্যুর আগে লিখে

যাওয়া চিরকুট), কীভাবে এলো। এটি সামিরা নিজে লিখেছে।

পিবিআই: অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, এটি ওই বাসায় কাজ করা আবুল ও মনোয়ারা পায়। সালমানের প্যান্ট চেঞ্জ করার সময়। এটি এসআই মাহবুব জব্দ করেছে সামিরার কাছ থেকে।

নীলা চৌধুরী: ঘটনার পর সামিরা, তার বাবা ও মা কেন সালমান শাহর লাশের সঙ্গে সিলেটে যায়নি।

পিবিআই: সামিরা জানিয়েছে, তার শ্বশুর তাকে বলেছে– তুমি গেলে তোমাকে মারধর করবে। তুমি যেও না। এই কারণে ভয়ে তার মা-বাবা অপমান হতে পারে ভেবে লাশের সঙ্গে তারা যাননি।

নীলা চৌধুরী: ভিকিকে (রুবির ছেলে) দিয়ে সব আলামত সরিয়ে ফেলেছে সামিরা।

পিবিআই: ভিকিকে দিয়ে সালমানের মা ও রুবি দরজা খুলে মালামাল নিয়ে যেতেন।

নীলা চৌধুরী: রাতে ফোনটা শাবনূরের ছিল না অন্য কেউ করেছিল। সামিরা সেটি জানত বলেই ফোনটি ভেঙে ফেলেছে। ফ্যানটিও আজিজ মোহাম্মদ ভাই ভেঙেছে। ফ্যানের তার দিয়ে পেঁচিয়ে সালমানকে খুন করা হয়েছে।

পিবিআই: সামিরা বলেছে– ফোনটি শাবনূর করেছে। আমরা ধরে নিয়েছি সামিরা সত্য বলেছে। এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই। ফোন ও ফ্যান ভাঙা আবুল (বাসার কাজের লোক) দেখেছে। আবুল পিবিআইকে বলেছে তার সামনে ভেঙেছে।

নীলা চৌধুরী: সকালে সালমানকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি সামিরা।

পিবিআই: বাবা চলে যাওয়ার পর সালমান ঘুম থেকে উঠেছে। ইন্টারকমে কথাও বলেছে। এটি মালি দেখেছে, মনোয়ারা দেখেছে। আরও অনেকেই দেখেছে।

নীলা চৌধুরী: অক্ষত সেই ফ্যানটা আলামতে ছিল না কেন?

পিবিআই: কেন নেয়নি তা আমাদের জানা নেই। আমরা ফ্যানটি আলামতে নিয়ে নিছি।

নীলা চৌধুরী: পরিচালকরা শেষে গিয়ে কয়েকটি সিনেমায় তাকে (সালমান) দিয়ে আত্মহত্যার সিনেমা দেখাত। এটির কারণেই এমন হয়েছে। সেই সময় এটার যুগ ছিল।

পিবিআই: এ বিষয়ে কারও সাক্ষ্য আনা হয়নি। তারাই জানেন কেন দেখিয়েছে?

নীলা চৌধুরী: সালমানের বন্ধু সামিরাকে বিয়ে করায় প্রমাণ করে যে, সে পরকীয়ায় আসক্ত ছিল।

পিবিআই: এর কোনো প্রমাণ আমরা জোগাড় করতে পারিনি। কেউই স্বীকারও করেনি। সবাই বলেছে পারিবারিকভাবে বিয়ে।

নীলা চৌধুরী: ময়নাতদন্ত রিপোর্ট ফাইলে নেই।

পিবিআই: ময়নাতদন্ত রিপোর্ট খুঁজে পেয়েছি।

সোমবার সকালে রাজধানীর ধানমণ্ডিতে পিবিআই কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সালমান শাহ হত্যার নেপথ্যের কারণগুলো তুলে ধরেন পিবিআইয়ের (পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) মহাপরিচালক ডিআইজি বনজ কুমার মজুমদার। তিনি বলেন, সালমান শাহ হত্যার অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ মেলেনি। সালমান পারিবারিক কলহে আত্মহত্যা করেছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালে ‘কেয়ামত থেকে কেয়ামত’ ছবি দিয়ে দেশীয় চলচ্চিত্রে আগমন ঘটে সালমান শাহর। স্মার্টনেস-গ্লামার ও পারসোনালিটির কারণে রাতারাতি তরুণ প্রজন্মের আইকনে পরিণত হয়ে ওঠেন এ নায়ক। মাত্র সাড়ে তিন বছরের ক্যারিয়ারে ২৭টি ছবি করেন। যার অধিকাংশই সুপারহিট। মৌসুমীর সঙ্গে জুটি বেঁধে চলচ্চিত্র অঙ্গনে পা রাখলেও সালমানের বেশিরভাগ ছবির নায়িকা শাবনূর। এই জুটি তখন এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, যে কোনো ছবি মুক্তি পেলেই দর্শক প্রেক্ষাগৃহে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। একপর্যায়ে শাবনূরের সঙ্গে বিবাহিত সালমানের সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন ওঠে। এর পর কলহ দেখা দেয় সালমানের পরিবারে।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমানের মৃত্যু হয়। সেই থেকে তার মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। হত্যা নাকি আত্মহত্যা? অবশেষে পিবিআই জানাল, আত্মহত্যা করেছিলেন সালমান।

১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর সালমানের রহস্যজনক মৃত্যুর পর এ বিষয়ে

অপমৃত্যুর মামলা করেন তার বাবা কমরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী। ১৯৯৭ সালের ৩ নভেম্বর আদালতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় সিআইডি। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে সালমান শাহর মৃত্যুকে ‘আত্মহত্যা’ বলে উল্লেখ করা হয়। সিআইডির প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে কমরউদ্দিন আহমদ চৌধুরী মহানগর দায়রা জজ আদালতে রিভিশন আবেদন করেন।

২০০৩ সালের ১৯ মে মামলাটি বিচার বিভাগীয় তদন্তে পাঠানো হয়। প্রায় ১২ বছর পর ২০১৪ সালের ৩ আগস্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। তাতেও সালমান শাহর মৃত্যুকে ‘অপমৃত্যু’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

২০১৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি নীলা চৌধুরী ঢাকা মহানগর হাকিম জাহাঙ্গীর হোসেনের আদালতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে নারাজির আবেদন দাখিল করেন। নারাজি আবেদনে উল্লেখ করা হয়, আজিজ মোহাম্মদ ভাইসহ ১১ জন তার ছেলে সালমান শাহের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারেন।

মামলাটি এর পর র্যা ব তদন্ত করে। তবে র্যা বের দ্বারা তদন্তের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ গত বছরের ১৯ এপ্রিল মহানগর দায়রা জজ আদালতে একটি রিভিশন মামলা করে। ২০১৬ সালের ২১ আগস্ট ঢাকার বিশেষ জজ ৬-এর বিচারক ইমরুল কায়েস রাষ্ট্রপক্ষের রিভিশনটি মঞ্জুর করেন এবং র্যা বকে মামলাটি আর না তদন্ত করার আদেশ দেন। তার পর মামলাটির তদন্তভার যায় পিবিআইয়ের হাতে।

দীর্ঘ তদন্তের পর সোমবার পিবিআই জানাল সালমানকে হত্যা করা হয়নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

সুত্র-যুগান্তর

‘আত্মহত্যা করেছেন সালমান, হত্যার প্রমাণ মেলেনি’

অমর নায়ক সালমান শাহকে হত্যার অভিযোগের প্রমাণ পায়নি তদন্ত সংস্থা পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই)। দীর্ঘ তদন্তের পর পিবিআই বলছে, পারিবারিক কলহ ও মানসিক যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছেন সালমান শাহ।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর ধানমন্ডিতে পিবিআই সদর দফতরে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানায় পিবিআই। পিবিআইর প্রধান বনজ কুমার মজুমদার সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেন, সালমান শাহ রহস্যজনক মৃত্যুর মামলার তদন্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে। তাকে হত্যা করা হয়েছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

সুত্র-যুগান্তর